একাদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

একাদশী ব্রত সম্পর্কে কোনদিন কিছু লিখার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু ইদানিং শহরে এবং গ্রামে-গঞ্জে একাদশীব্রত নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে মতভেদ দেখা যাচ্ছে। এর নিরসনে কিছু লেখা দরকার বলে মনে হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রী পতিত উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী মহোদয়, চেয়ারম্যান-স্বামীবাগ ইসকন মন্দির এবং শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস, সহকারী সম্পাদক ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে-সহ অনেক ভক্ত এ বিষয়ের উপর লিখতে অনুরোধ করেন। এরই ফলশ্রুতি হল নীচের গবেষণামূলক বিশে-ষণ ঃ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

একাদশীব্রতের নিত্যতা

মূলতঃ নিম্নবর্ণিত কারণে একাদশীব্রতের নিত্যতা শাস্ত্রে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

১। প্রথমত ঃ এই ব্রত করলে শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন।

২। দ্বিতীয়ত ঃ বিভিন্ন শাস্ত্রে এই ব্রত করার জন্য বিশেষরূপে ব্যবস্থা আছে।

৩। তৃতীয়ত ঃ এই দিন ভোজন নিষেধ সম্পর্কে বহু বচন আছে।

এই জন্য শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে।

একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামন দ্বাদশী।
শ্রীরাম নবমী আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী।
এই মতে বিদ্ধা ত্যাগ-অবিদ্ধাকরণ
অকরনে দোষ, কৈল্ ভক্তির লঙন॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন।

শ্রীমূর্ত্তি বিষ্ণু মন্দির করণ-লক্ষন (চৈ: চ: মধ্য ২৪/৩৩৬-৩৩৮

শ্রী হরিভক্তি বিলাসঃ গ্রন্থেও একাদশীর নিত্যতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত উক্তি রয়েছে ঃ

তচ্চ কৃষ্ণ প্রীন নত্বাদ বিধিপ্রাপ্তত্বতস্থথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ ।

১। একাদশীব্রত শ্রীহরির প্রীতিপ্রদ ঃ

একাদশীব্রত পালন করলে পরমেশ্বর ভগবান যে অতিশয় প্রীত হন তার পক্ষে শাস্ত্রীয় বাণী রয়েছে। যেমন ঃ মৎসপুরাণে বলা হয়েছে-

একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভূঙক্তে দ্বাদশী দিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণ তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥

অর্থাৎ শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে নিরাহার থেকে দ্বাদশীতে ভোজন মহৎ বৈষ্ণব ব্রত। অথাৎ এই ব্রত করলে শ্রীহরির প্রীতি বিধান হবে। বৃহৎ নারদীয় পুরানে বলা হয়েছেঃ

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ
একাদশী ব্রতং নাম সর্ব্ব কামফলপ্রদম্॥
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈ বিষ্ণুপ্রীনন- কারণম্॥

অর্থাৎ কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কি নারী যে কেউ হোক না কেন, ভক্তিসহকারে শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিকর একাদশীব্রত পালন করে মোক্ষলাভ (মুক্তি) করতে পারে। একাদশীব্রত নিখিল কামফলপ্রদ এবং শ্রীহরির প্রীতিকর। তাই সর্বদা এই ব্রত আচরণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। একাদশীতে উপবাস -মহারোগ নাশক সংসার-ত্রাতা, পাতক-নাশন, চতুর্বর্গব্রত (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তিপ্রদ), বৈকুণ্ঠ প্রাপক, যম-যন্ত্রণা নিবর্ত্তক, সর্বাভীষ্টপ্রদ। একাদশীব্রত করলে হরি-সারূপ্য প্রাপ্তি এবং বিষ্ণুভক্তি লাভ হয়। শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১২/১০৫-১৯৭)

২। একাদশীব্রতের পক্ষে শাস্ত্রীয় বিধিসমূহঃ

একদশীব্রত সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিশেষ বিধি আছে।

কন্বমুনি বলেন, একাদশীতে উপবাস থাকতে হয়। কখনো এর অতিক্রম করতে নাই। অগ্নিপুরাণে বলা হয়েছে ঃ

উপাষ্যৈকাদশী রাজন্ যাবদায়ু প্রবৃত্তিভিঃ।

অর্থাঃ হে রাজন্ যাবজ্জীবন একাদশীতে উপবাস পালন করতে হয়।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ (১২/৭৩-৮১) অনুযায়ী।

১। উভয়পক্ষের একাদশীতে উপবাস করা গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, যাগ্নিক, যতি (সন্ন্যাসী) ইত্যাদি সব বর্ণ, সব আশ্রম, পুরুষ-নারী সবারই কর্তব্য।

২। আট বছর বয়স থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত সকলেরই একাদশীব্রত পালন করা উচিত।

৩। বৈষ্ণব, শৈব, সৌর (যারা সূর্যের উপাসনা করেন) শাক্ত, গনপত্য (যারা গনেশের উপাসনা করেন) প্রভৃতি সকল উপাসকই এই ব্রত করবেন।

অপরাপর শাস্ত্র থেকেও একাদশী ব্রতের সপক্ষে বচন উলে-খ করা যায়।

পদ্মপুরানে লিখিত আছে ঃ

বর্ণানামাশ্রমানাঞ্চ স্ত্রীনাঞ্চ বরবার্নিনি।
একাদশ্যুপবাসস্ত কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ।

অর্থাৎ শ্রীমহাদেব বলছেন- হে বরবর্নিনি (অর্থাৎ পার্ব্বতী) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র-এই চতুবর্ণ এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি (সন্ন্যাসী) এই চার আশ্রমের প্রত্যেকেরই এই একাদশী তিথিতে উপবাস করতে হয়। এ থেকে বুঝা গেল-মানুষ মাত্রেই একাদশী ব্রতের অধিকারী। আবার একাদশী ব্রতের বয়সসীমা আছে কি? এর উত্তরে কাত্যায়ন স্মৃতি বলেনঃ

অষ্টবর্ষাধিক্যে মর্ত্ত্য অপূর্ণাশিতিবৎসর।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

অর্থাৎ আট বছর বয়সের পর থেকে আশি বছর বয়স পর্যন্ত মানবগণ শুক্ল এবং কৃষ্ণ উভয় পক্ষের একাদশীতেই উপবাস করিবে। সৌর-পুরাণে বলা হয়েছে-

বৈষ্ণবা বাথ শবো বা সৌরোহপেতৎ সমাচরৎ।

অর্থাৎ কি বৈষ্ণব, কি শৈব, কি সৌর সকলেই একাদশীব্রত করবেন।

৩। ভোজন নিষেধক বচনসমূহঃ

একাদশী ব্রতের দিন ভোজন নিষেধক বহু শাস্ত্রীয়বচন আছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বচন নীচে উলে-খ করা হল।

পদ্মপুরানে শ্রীমহাদেব পার্বতীকে বলছেন-

রটন্তীহ পুরানানি ভুয়ো ভুয়ো বরাননে।

অর্থাৎ হরিবাসর তথা একাদশী দিনে কখনো ভোজন করবেন না, কখনো ভোজন করবে না- সমস্ত পুরাণ এই কথা বার বার ঘোষণা করেছে। একই পুরাণে অবার বলা হয়েছে-

আগমা শতশো রাজন্নিতিহানা রটন্তি হি।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে।
ঋষয় সপ্তশঃ সর্ব্বে নারদাদ্যাশ্চ চুক্রুশুঃ
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরেঃ।

অর্থাৎ একাদশী দিনে ভোজন করিও না, ভোজন করিও না। শতশত আগম শাস্ত্রে এবং ইতিহাসে এই কথা ঘোষিত আছে। ঋষিগণ এবং নারদাদি মহর্ষিগণ সর্বদা উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করেন, "একাদশী দিনে ভোজন করিও না"

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে-

একাদশী দিনে ব্রহ্মহত্যা সহ বিভিন্ন পাপ অন্নমধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। তাই একাদশী দিনে ভোজন করলে সর্বপাপই গ্রহণ করা হয়।

স্কন্দপুরাণে শ্রী মহাদেব পার্ব্বতীকে বলেন-

মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুত্যতো ভবেৎ॥
অগ্নিবর্নায়সং তীক্ষ্নং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখেতেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে।

এবং গুরুঘাতক হিসাবে পরিগণিত হতে হবে। একাদশীতে যে ভোজন করে সে বিষ্ণুলোক থেকে চ্যুত হয়। একাদশীতে ভোজন করলে যমদূতগন সেই পাপীর মুখমধ্যে অগ্নিবর্ণ ও তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র নিক্ষেপ করে।

বিষ্ণুধর্মোত্তরে লিখিত আছে-ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপস্থ অথবা সন্ন্যাসী যে কেউ হোক না কেন, একাদশী দিনে ভোজন করলে তা গোমাংস ভক্ষণের তুল্য হবে। ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, চোর এবং এমন কি গুরুদারগামী ব্যক্তিরও শাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা দেখা যায়। কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশী দিনে ভোজন করে তার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নেই। যে ব্যক্তি পাপ করে, সে একা নরকে গমন করে। কিন্তু একাদশীতে যে ব্যক্তি অন্ন ভোজন করে সে পিতৃগণের সাথে নরকে নিমগ্ন হয়।

পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে একাদশী দিনে কাউকে "ভোজন কর, ভোজন কর" এই কথা যে বলে সে ব্যক্তি গো, ব্রাহ্মণ ও স্ত্রী হত্যার আদেশ প্রদান করে এবং যে ব্যক্তি "মদ্যপান কর" এই কথা কাউকে অনুরোধ করে- তাদের অবশ্যই অধঃগতি হয়। একাদশী দিনে ভোজন করা দূরে থাক, কাউকে খাও বললেও যে মহাপাপ হয়, তাই এই বচনে দেখানো হয়েছে বলা যায়।

(চলবে)

একাদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কাত্যায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে-

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী-দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে।

অর্থাৎ বিধবা হয়ে একাদশীতে ভোজন করলে তার সমস্ত পূন্য ক্ষয় হয় এবং দিনে দিনে ভ্রূণহত্যার পাপ হয়।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে-

একাদশীং বিনা রম্ভা যতিশ্চ সুমহাতপাঃ।
পচ্যতে হ্যন্ধতামিস্রে যাবদাহুতসং প্লবম॥

অর্থাৎ বিধবা এবং যতিগন (সন্ন্যাসীগণ) যদি একাদশীব্রত না করেন তাহলে তাদেরকে প্রবলয়র পূর্ব পর্যন্ত রন্ধ তামিস্র নরকে বাস করতে হয়।

একাদশী উপবাসের দিন নির্ণয় ঃ

শ্রীহরিভক্তিবিলাস সহ অপরাপর পুরানে শাস্ত্রে একাদশী দিন নির্নয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে-

একাদশী চ সম্পূর্ণ বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা
বিদ্ধাচ বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধা তু পূর্ব্বজ্যা।।

অর্থাৎ একাদশী দুই ধরনের ঃ

১। সম্পূর্না একাদশী

২। বিদ্ধা একাদশী।

বিদ্ধা আবার পূর্ব্ববিদ্ধা পরবিদ্ধা ইত্যাদি ভেদে অনেক রকম হয়। তার মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা-অথাৎ দশমী বিদ্ধা একাদশী অবশ্যই পরিত্যাগ করবে। এই বিষয়ে দার্শনিক এর উক্তিও রয়েছে-

নাগবিদ্ধা তু যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী।
দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপদসেদবুধঃ

অর্থাৎ পঞ্চমী বিদ্ধা ষষ্ঠীতে, ষষ্ঠিবিদ্ধা সপ্তমীতে এবং দশমী বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা উচিত নয়। বিদ্ধা একাদশী কি এবং এরূপ একাদশী করা উচিত কি উচিত নয় সে সম্পর্কে তিনটি মত আমরা দেখতে পাই।

(ক) গ্যেড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত।

(খ) নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মত। (গ) স্মার্ত মত।

(ক) গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবরা অরুনোদয় বিদ্ধা অর্থাৎ দশমী বিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করেন না। এই বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সহ বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র এবং ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। তার আগে আমাদেরকে অরুণোদয় সময় বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে হবে।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ১মুহূর্ত বলতে ৪৮ মিনিট বুঝায়। আর এক দন্ড হলো ২৪ মিনিট। সুতরাং ৪ দন্ড = ২ মুহূর্ত হয়। এখন দেখা যাক অরুণোদয় বলতে কোন সময় বুঝায়। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে-

উদয়াৎ প্রাক চতস্রস্তু ঘটিকা অরুণোদয়ঃ
তত্র স্নানাং প্রশস্ত স্যাৎ স বৈ পুন্যতমঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বের চার দন্ড সময়কে = দুই মুহূর্ত) অরুণোদয় বলে। ঐ কাল অতি পুন্যতম। প্রাতস্নায়ী ব্যক্তির ঐ সময় স্নান করা প্রশস্ত। পাঠকের সুবিধার্থে নীচে উদাহরন দিয়ে অরুণোদয় সময়কাল বুঝানো হলোঃ

কাল্পনিক তারিখ	পরদিন সূর্যোদয়ের কাল্পনিক সময়	৪ দন্ডের সময় সীমা	অরুণোদয় সময়কাল
১	২	৩	৪= (২-৩)
২০-৪-২০০৬	৫-৩৭ মিঃ	১.৩৬ ঘন্টা	৪.০০-৫.৩৬ মিঃ
২০-৫-২০০৬	৫-৪০ মিঃ	১.৩৬ "	৪.০৩-৫.৩৯ মিঃ
২৫-৫-২০০৬	৬-৩৭ মিঃ	১.৩৬ "	৫.০০-৬.৩৬ মিঃ
৩০-৬-২০০৭	৬-৪১ মিঃ	১.৩৬ "	৫.০৪-৬.৪০ মিঃ

বিঃ দ্রঃ- মিঃ = মিনিট এবং সেঃ= সেকেন্ড বুঝতে হবে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ মূলতঃ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কর্তৃক রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি অনুসারে করেন। উক্ত গ্রন্থসহ বিভিন্ন ঋষি এবং পুরাণ শাস্ত্রের বচন অনুসরণ এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ কখনো অরুণোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করেন না। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে।

আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাঙমুহূর্ত্তদ্বয়াম্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা ॥
অতএব পরিত্যাজ্যা সময় চারুনোদয়।
দশম্যেকাদশীবিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ ॥

অর্থাৎ যদি সূর্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদন্ড পূর্ব থেকে একাদশী প্রবৃত্তি বা আরম্ভ হয় তাহলে ঐ একাদশীকে সম্পূর্না বলে। সূর্যোদয়ের পূর্বে চারিদন্ডের কম সময় একাদশী থাকলে বিদ্ধা বলে পরিগণিত হয়। অতএব অরুণোদয়ের সময় দশমী বিদ্ধা বা দশমী সংযুক্ত একাদশী বর্জন করবে। পরন্ত বৈষ্ণবের পক্ষে দশমী সংযুক্ত একাদশী সর্বদা পরিত্যাজ্য।

কন্বমুনি বলেছেন-

অরুনোদয়বেলায়াং দশমী-সংযুতা যদি।
অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্ত পারনম॥

অর্থাৎ অরুনোদয় সময়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী হলে, দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করতে হবে।

অরুনোদয় বিদ্ধা অথবা দশমী বিদ্ধা একাদশী করলে কি দোষারূপ হয় সে সম্পর্কে ঋষি এবং শাস্ত্রবাণী রয়েছে কৌৎস মুনি বলেন-

অরুনোদয় বেলায়া বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা।
তং পুত্রশতং নষ্ট তস্যাং তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।

অর্থাৎ কোন রমনী অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়া ছিল। সেই পাপে তার শতপুত্র বিনষ্ট হয়।

ভবিষ্যপুরাণে নিন্মোক্ত উক্তি রয়েছে-

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্মার্থকামনাশিনী ॥

অরুনোদয়কালে দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যুপবাসিনাম॥

অর্থাৎ অরুনোদয়কালে যদি দশমী থাকে তাহলে একাদশীতে ব্রত না করে দ্বাদশীতে ব্রত করতে হবে। এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে যদি কেই অরুনোদয়কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত করেন তার ধর্ম, অর্থ কাম ইত্যাদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অরুনোদয়কালে দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস কেবলমাত্র পাপের কারণ হয়। শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেছেন অরুনোদয়বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা যায় এই ভাবেই যে সব বচন আছে সেগুলো অবৈষ্ণবপর বুঝতে হবে। অর্থাৎ অরুনোদয় বিদ্ধা একদশীতে বৈষ্ণব কখনো উপবাস করবেন না। ঐসব বচন "শুক্রমায়াকল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যনি বিদ্ধা ব্রত-পরানি তু।
অবৈষ্ণবাশ্রয়ান্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা॥

(শ্রীহরিভক্তি বিলাস)

এখন দেখা যাক সম্পূর্না একাদশী এবং দশমী বা অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী আমরা কিভাবে নির্ধারণ করবো।

১। সম্পূর্ণ একাদশী নির্ধারণ ঃ যদি সূর্যোদয়ের চারিদন্ড অর্থাৎ দুই মুহূর্তে পূর্ব থেকেই একাদশী আরম্ভ হয় তাহলে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা হয়। অন্যকথায় সূর্যোদয়ের পূর্ব চারদন্ডের বেশী সময় একাদশী থাকলে তাকে দশমী বিদ্ধা অথবা অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী বলা হয় না। একে সম্পূর্ণা একাদশী বলা যায়। বিষয়টি বোঝার জন্য নীচে নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ থেকে উদাহরন দেয়া হলো।

উদাহরণ ১। নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ সালের ১৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন। ১৯-৪-২০০৫ ইং তারিখে মঙ্গলবার দশমী দিবা ১২/৪৬/৫৭ সেঃ পর্যন্ত ছিল। এরপর একাদশী আরম্ভ হয়। পরদিন অর্থাৎ ২০-৪-২০০৫ ইং তারিখ বুধবার দিবা ২/১৯/৫ ইং সেঃ পর্যন্ত একাদশী বিরাজমান ছিল। অর্থাৎ একাদশীর সময়সীমা ২৪ ঘন্টার বেশী ছিল। এখন ১ দন্ড =২৪ মিনিট। সুতরাং ৬০ দন্ড = ৬০ X ২৪= ১৪৪০ মিনিট = ২৪ ঘন্টা। অর্থাৎ একাদশী ৬০ দন্ড হলে অহোরাত্রব্যাপী হয়। একাদশী সম্পূর্না হতে হলে এর সময় সীমা কমপক্ষে ৬০ দন্ড হতে হবে। আমাদের উদাহরনে একদশীর সময়সীমা ২৪ ঘন্টার বেশী হওয়ায় এটি ৬০ দন্ড অতিক্রম করেছিল। আবার দশমী ১৯/৪/২০০৫ইং তারিখে দিনেই ছেড়ে দেয়। পরদিন পর্যন্ত ২০/৪/২০০৫ইং তারিখে সূর্য্যোদয় ছিল সকাল ৬/২৫/৩২ সেঃ গতে। তাই একাদশী অরুনোদয়ের বহুপূর্বে থেকেই প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়েছিল। তাই একে অরুনোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা বলা যাবে না। আবার একাদশীর সময় সীমাও ৬০ দন্ডের বেশী ছিল। এজন্য ২০/৪/২০০৫ইং তারিখে একাদশী সম্পূর্ণা একাদশী বলা যায়।

উদাহরণ ২। একই বইয়ের ১/৬/২০০৫ইং তারিখ দেখুন। ঐদিন ছিল বুধবার। এই দিন শেষরাত্রি ৪/৪৭/২ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরদিন ২/৬/২০০৫ইং বৃহস্পতিবার ৫/২৪/৪৭ সেঃ গতে সূর্য্যোদয় হয়েছিল। অরুনোদয়ের সময়সীমা ৪ দন্ড = ৪ X ২৪ = ৯৬ মিনিট = ১ঘন্টা ৩৬ মিনিট। এখন দেখতে হবে সূর্যোদয়ের সময় থেকে এই ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে যে সময় পাওয়া যাবে তার পূর্বে একাদশী আরম্ভ হয়েছিল কিনা। যদি হয় তাকে সম্পূর্ণা একাদশী বলা যাবে। নয়। এখন ৫/২৪/৪৭ সেঃ থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া যায়। ৩/৪৮/৪৭ সেঃ। এখন এই সময়ের পূর্বে নয়। বরং আরম্ভ অর্থাৎ ৪/৪৭/২ সেঃ গতে একাদশী আরম্ভ হয়েছিল। তাই পঞ্জিকায় লিখিত ২/৬/২০০৬ইং তারিখ বৃহস্পতিবার একাদশী সম্পূর্ণ ছিলনা পারোত্ত একটি প্রফল হল একাদশী সময়সীমা ছিল বুধবার রাত্রি ৪/৪৮ মিঃ থেকে বৃহস্পতিবার রাত্র ৩/২৭ মিঃ পর্যন্ত যা ২৪ ঘন্টার কম। অর্থাৎ একাদশী ৬০ দন্ডের কম ছিল।

উদাহরণ ঃ (৩) একটি পঞ্জিকার ১৭/৭/২০০৫ ইং তারিখে রবিবার এর একাদশী লক্ষ্য করুন। ১৬/৭/২০০৫ইং শনিবার ছিল। এই দিন দিবাগত রাত্রি ৩/৬/৩৮ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরের দিন অর্থাৎ ১৭/৭/২০০৫ইং রবিবার সকাল ৫/৩৩/৩২ সেঃ গতে সূর্য্যোদয় ছিল। এখন এই সময় থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিঃ বিয়োগ করলে পাওয়া যায়। ৩/৫৭/৩২ সেঃ। এই সময়ের পূর্বেই একাদশী আরম্ভ হয়েছিল। কারণ পূর্ব দিন রাত্রি ৩/৬/৩৬ সেঃ গতেই একাদশী আরম্ভ হয়। তাই একাদশী অরুনোদয় বা দশমী বিদ্ধা হয় নাই। তাই এটি সম্পূর্ণ একাদশী বলা হয়।

২। অরুনোদয় বিদ্ধা/দশমী বিদ্ধা একাদশী নির্ণয় ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কখনো অরুনোদয় বিদ্ধা অথবা দশমী বিদ্ধা একাদশী করেন না। যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে এই মুহুর্তের কম অর্থাৎ চার দন্ডের কম সময় একদশী থেকে তবে তাকে অরুনোদয় বিদ্ধা বা দশমী বিদ্ধা একাদশী বলে। সহজ কথায় সূর্য্যোদয়ের সময় থেকে চার দন্ড অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করতে হবে। বিয়োগ করলে যে সময় পাওয়া যাবে ঐ সময়ের পর্যন্ত যদি একাদশী থাকে তবে একাদশী দশমী অথবা অরুনোদয় বিদ্ধা বলে পরিগণিত হবে। এরূপ একাদশী না করে দ্বাদশী দিনে একাদশী করতে হবে বলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সহ বিভিন্ন ঋষি এবং পুরাণ শাস্ত্রের বচন আছে যা পূর্বেই উল্লেখ করা রয়েছে। দশমী বিদ্ধা একাদশী কিভাবে বুঝা যাবে সে ব্যাপারে নীচে তিনটি উদাহরণ নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ এবং লোকনাথ ডাইরী পঞ্জিকা ১৪১৩ থেকে দেয়া হল।

উদাহরণ ঃ (১) নবযুগ পঞ্জিকা ১৪১২ বাংলা-এর ১৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন। পঞ্জিকায় বৃহস্পতিবার ১৯ শে মে ২০০৫ইং তারিখে একাদশী দেয়া আছে। অর্থাৎ স্মার্ত মতে একাদশী ঐদিন হবে। কিন্তু আগের দিন অর্থাৎ বুধবার ১৮ইং মে শেষ রাত্রি ৩/৫৬/১৬ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। বৃহস্পতিবার ১৯শে মে প্রাতে সূর্য্যোদয় ৫/২৭/১৯ সেঃ গতে ছিল। এখন এ থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করলে পাওয়া যায় বুধবারের রাত্রি ৪/৫১/১৯ সেঃ এখন বুধবার রাত্রে একাদশী আরম্ভ হয়েছিল ৩/৫৬/১৭ সেঃ থেকে (অর্থাৎ দশমী ছাড়ার পরে)। এখন দেখা গেল একাদশী ৪/৫১/১৯ সেঃ আরম্ভ হয়েছিল। ফলে এটি দশমী বিদ্ধা একাদশী ছিলনা। এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার দিনই একাদশী করার কথা।

(চলবে)

একাদশী তত্ত্ব : একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

[পূর্ব প্রকাশের পর]

উদাহরণ ঃ (৪) একই পঞ্জিকার ৩৯০ পৃষ্ঠার ১২/৪/২০০৭ইং বৃহস্পতিবার লক্ষ্য করুন। ঐদিন দশমী রাত্র ৪/২৭/৫৪ সেঃ পর্যন্ত আছে। এরপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন ১৩/৪/২০০৭ইং শুক্রবার রাত্রি ২/৪৪/৫৫সেঃ পর্যন্ত থাকবে। দশমী বৃহস্পতিবার রাত্রি ১২টা অতিক্রম করায় একাদশী কপালবিদ্ধা হয়েছে। তাই শুক্রবার দিন নিম্বার্কমতে একাদশী না হয়ে শনিবার দ্বাদশী দিন হবে। আবার শুক্রবার দিন সূর্যোদয় প্রাতে ৫/৫২/৪৯ সেঃ গতে হবে। এই সময় থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪/১৬/৪৯ সেঃ পাওয়া যায়। এই সময়ের পরেই-অর্থাৎ ৪/২৭/৫৪ সেঃ গতে একাদশী আরম্ভ হবে। তাই একাদশীটি দশমী বিদ্ধা হবে। ফলে শুক্রবার দিন একাদশী না হয়ে গৌড়ীয় সম্প্রদায় মতেও শনিবার দিন হওয়ার কথা। তবে শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী সূর্যোদয়ের পূর্বে কমপক্ষে ৩২/১ দন্ড-অর্থাৎ ১ ঘন্টা ২৪ মিঃ একাদশী থাকা চাই। তাহলে সেটি দশমী বিদ্ধা হবে না বলা হয়েছে। তাহলে সূর্যোদয় ৫/৫২/৪৯ সেঃ থেকে [illegible] ২৪ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া যায় বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪/২৮/৪৯ সেঃ। একাদশী এর পূর্বেই বৃহস্পতিবার রাত্রি ৪/২৭/৫৪ সেঃ গতে আরম্ভ হবে। তাই শ্রীহরিভক্তি বিলাস এর বক্তব্য অনুযায়ী শুক্রবার দিন একাদশী হতে পারে। পাঠকগণ, লক্ষ্য করুন প্রায় ১ মিনিটের হের ফেরে সিদ্ধান্ত কিন্তু দুই ধরনের এসে যায়। এরূপ একাদশীর বেলায়ই সচরাচর গৌড়ীয় মঠ এবং ইস্‌কন-এর চার্টের মধ্যে একাদশীর দিন সম্পর্কে মতদ্বৈততা অনেক সময় লক্ষ্য করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে অহেতুক বিতর্ক এবং ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করে যার যার সময় পরিমাপ অনুযায়ী একাদশীব্রত করাই ভাল মনে হয়।

(গ) স্মার্ত্ত মত অনুযায়ী একাদশী ব্রতের দিন নির্ধারণ ঃ

স্মৃতি শাস্ত্রের পন্ডিত শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এর মতে একমাত্র সূর্যোদয় বিদ্ধা একাদশী পরিত্যাগ করতে হবে। অরুনোদয় বিদ্ধা ত্যাগ সম্পর্কে তিনি কোন মতামত দেন নাই। (১) আমাদের প্রথমেই স্মরণ রাখতে হবে যে, স্মার্ত্তপাদ বৈষ্ণব মতালম্বী ছিলেন না। এই জন্য তিনি দশমী বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করার কথা বলেন নাই। তার এই মতের ভিত্তিতেই প্রচলিত পঞ্জিকাগুলিতে আমরা একাদশী ব্রতের দিন নির্ধারনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করি। পঞ্জিকাকারীগণ স্মার্ত্ত মতে একাদশীর দিন নির্ধারণ করে পরিশেষে যেখানে প্রযোজ্য সেখানে নিম্বার্ক মতে পরাহে গোস্বামী মতে পরাহে, ইত্যাদি বচন অন্তর্ভুক্ত করেন। এককথায় স্মার্ত্ত মতে বিশেষ ক্ষেত্র ব্যতীত বিদ্ধা একাদশীর উপবাস করা যাবে- ঐ বিদ্ধা কপাল বিদ্ধাই হোক অথবা দশমী বিদ্ধাই হোক তাতে কিছু যায় আসে না। নীচে দুইটি উদাহরন দেয়া হল পাঠক-পাঠিকাদের বুঝার জন্য।

উদাহরণ ঃ (১) লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা এর ৩২৩ পৃষ্ঠার ১২/২/২০০৭ইং সোমবার লক্ষ্য করুন। এই দিন রাত্রি ২/৫৫/১১ সেঃ পর্যন্ত দশমী আছে। দশমী অর্দ্ধরাত্রি অতিক্রম করায় পরের দিন ১৩/২/২০০৭ইং মঙ্গলবার নিম্বার্ক মতে একাদশী হবে না। অথচ স্মার্ত্তমতে ১৩/২/২০০৭ইং তারিখেই একাদশী হবে।

উদাহরণ ঃ (২) নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ বাংলা ১২/১০/২০০৫ইং বুধবার দেখুন। এইদিন শেষ রাত্রি ৪/৫৩/১৯ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরে একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন ১৩/১০/২০০৫ ইং বৃহস্পতিবার রাত্রি ২/২৮/৪১ সেঃ পর্যন্ত ছিল। এই দিন প্রাতে সূর্যোদয় ৬/৫/২৮ সেঃ গতে ছিল। এই সময় থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করলে বুধবার রাত্রি ৪/২৯/২৮ সেঃ হয়। এই সময়ের পরেই একাদশী আরম্ভ হয়েছিল (৪/৫৩/১৯ সেঃ)। ফলে একাদশীটি অরুনোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা ছিল। ফলে স্মার্ত্ত মতে বৃহস্পতিবার একাদশী হলেও গৌড়ীয় এবং নিম্বার্কমতে একাদশী ১৪/ ১০/ ২০০৫ ইং তারিখে শুক্রবার একাদশী হবে।

স্মার্ত্ত, নিম্বার্ক এবং গৌড়ীয় মতের মধ্যে তুলনা ঃ

একাদশীর উপবাসের দিন নির্ধারন সম্পর্কে স্মার্ত্ত শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের মতের সাথে শ্রী হরিভক্তি বিলাস-কারের (শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু) মতদ্বৈততা আছে। স্মার্ত্তপাদের মতে সূর্যোদয় বিদ্ধা একাদশী শুধুমাত্র পরিত্যাগ করতে হবে। অপরাপর বিদ্ধা নয়। অরুনোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা ত্যাগ সম্পর্কে তিনি সরাসরি কোন সাধারণ মত প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিথি তত্ত্বে সর্বশেষ মীমাংসা করেছেন এই বলে যে অরুনোদয়-বিদ্ধা ত্যাগ করা বৈষ্ণবের কর্তব্য। আবার শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু ও স্মার্ত্তপাদের বচনসমূহ "অবৈষ্ণব পর" বলে মত প্রকাশ করেছেন। এজন্য সহনশীল হলে এই দুই মতের মধ্যে কোন মারাত্মক বিরোধ নাই বলা যায়। কারণ স্মার্ত্তপাদ নিজেও অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করা "বৈষ্ণবপর" বলে মেনে নিয়েছেন বা ব্যবস্থা দিয়েছেন। এজন্যই প্রচলিত পঞ্জিকাগুলিতে (যেগুলো মূলতঃ স্মার্ত্তমত অনুযায়ী লেখা) দশমী বিদ্ধা হলেও একাদশীর ব্যবস্থা আছে এবং পাশাপাশি পরদিন

বৈষ্ণবদের জন্য একাদশীর কথা বলা হয়েছে। এজন্য যারা স্মার্ত্ত মতে বিশ্বাসী অথচ এই বিষয়ে আজও তারাই "গোস্বামী মতে পরাহে" "গোঁসাইদের দ্বাদশীর দিন একাদশী" -এই ধরনের বাক্য প্রয়োগ করে বৈষ্ণবদেরকে উপহাস করার চেষ্টা করেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় অরুনোদয় বিদ্ধা বা দশমীবিদ্ধা একাদশী ত্যাগ সম্পর্কে কোন বিরোধ নেই। তবে বেধ সম্পর্কে মতভেদ আছে। শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-এর মতে সূর্যোদয়কালে দশমী থাকলেই বিদ্ধা হবে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বলেন-সূর্যোদয়ের চারিদন্ড পূর্বে দশমী থাকলেই একাদশী দশমী বিদ্ধা হবে। আবার নিম্বার্কপন্থীরা বলেন পূর্বদিন অর্দ্ধরাত্রিকাল সামান্য অতিক্রম করলেও একাদশী বিদ্ধা হবে। এইসব ক্ষেত্রে যিনি যেই মতে বিশ্বাসী তিনি সেই মতেই একাদশী করবেন। এই নিয়ে গ্রামে-গঞ্জে অযথা তর্ক-বিতর্ক অথবা ফ্যাসাদ সৃষ্টি না করাই ভাল। অর্থাৎ যিনি যে মতের অনুসারী সেই অনুযায়ী বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করবেন।

কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে শুদ্ধা (বিদ্ধা নয়) একাদশী ত্যাগ করেও দ্বাদশীতে ব্রত করতে হয়। তাহলে শুদ্ধা একাদশী বলতে যে একাদশী অর্দ্ধরাত্রি (কপালবেধ), দশমী অথবা সূর্যোদয় বিদ্ধা নয় তা বুঝতে হবে।

উদাহরণ ঃ লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা এর ২৮/৩/২০০৭ইং বুধবার লক্ষ্য করুন। এইদিন দশমী দিবা ৪/৪/৪৯ সেঃ পর্যন্ত আছে। এরপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন দিবা ৪/২২/৯ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। একইদিন সূর্যোদয় প্রাতে ৬/৭/৯ সেঃ গতে হবে। তথ্য থেকে দেখা যায় এই একাদশী অর্ধ্বরাত্রি বিদ্ধা নয়। তাই দশমী এবং সূর্যোদয় বিদ্ধা হওয়ার প্রশ্নই উঠেনা। তাই এটি শুদ্ধা একাদশী বলা যায়।

শুদ্ধা একাদশী বিশেষ অবস্থায় ত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করার ব্যবস্থা আছে। এই বিষয়ে স্মার্ত্তপাদের মত হলঃ "যদি শুদ্ধা একাদশী দ্বাদশীর দিনও প্রাতঃকালে কিছু থাকে তাহলে একাদশী পরিত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করিবে।" এই একটি মাত্র বচন স্মার্ত্তমতে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার (শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী প্রভু) অনেক শাস্ত্র পর্যালোচনা করে আরো কয়েকটি শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে ব্রত করায় স্থল দেখিয়েছেন। স্কন্ধ পুরানে লিখিতি আছে-

একাদশী যদা পূর্ণা পরতো দ্বাদশী যদা।
তদা হেক্যাদশীং ত্যক্তা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ ॥

-অর্থাৎ অরুনোদয় পূর্ব থেকে আরম্ভ হয়ে সম্পূর্ণা একাদশী হলে এবং দ্বাদশী সম্পূর্ণা হয়ে পরের দিন ত্রয়োদশীতে কিছু মাত্র থাকলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীতে উপবাস করা উচিত। এরূপ ৮টি দ্বাদশীতে উপবাস করতে হয়। এক্ষেত্রে পূর্বদিনের শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করতে কোন শাস্ত্রীয় বাধা নেই। এই ৮টি দ্বাদশীকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ মহাদ্বাদশী বলেছেন। শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই সম্পর্কে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই। শুধুমাত্র বলেছেন, একাদশী অহোরাত্র ব্যাপী (অর্থাৎ দিন-রাত্রি বা ৬০ দন্ডব্যাপী) থেকেও পরদিনও কিছু নিস্ক্রান্ত (থাকলে) হলে পূর্বদিনব্রত না করে দ্বাদশীতে ব্রত করতে হবে। একে শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার (শ্রীল সনাতন গোস্বামী পাদ) উন্মিলনী মহাদ্বাদশী বলেন এবং ঐ মহাদ্বাদশী দিনে উপবাসের জন্য ব্যবস্থা দিয়েছেন। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যপাদ এরূপ নামকরণ না করে ঐ মহাদ্বাদশী দিনে উপবাসের সুপারিশ করেছেন। অপর সাতটি মহাদ্বাদশী দিনের ব্যাপারেও তিনি দৃষ্টিপাত করেন নাই। অথচ শ্রীহরিভক্তিবিলাসকার বলেন এই অষ্ট মহাদ্বাদশী বৈষ্ণবগণ কখনো পরিত্যাগ করবেন না।

উদাহরন ঃ লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা ৮/৫/২০০৬ ইং সোমবার লক্ষ্য করুন। এইদিন একাদশী অহোরাত্র-অর্থাৎ ৬০ দন্ড থেকেও পরদিন ৯/৫/২০০৬ ইং মঙ্গলবার ৪/১৭/৪৩ দন্ড ব্যাপী-অর্থাৎ সকাল ৭/১৬/২০ সেঃ পর্যন্ত আছে। এরপর দ্বাদশী আরম্ভ। সোমবার অহোরাত্র-অর্থাৎ পুরোদিন-রাত্রি একাদশী থাকলেও মঙ্গলবার কিছু থাকায় স্মার্ত্ত ভট্টাচার্যের মতে সোমবার না হয়ে মঙ্গলবার একাদশী হবে। এজন্য পঞ্জিকায় সোমবার একাদশী ব্রতের দিন নির্ধারন না করে গণনাকারীরা স্মার্ত্ত মতানুসারে মঙ্গলবারদিনই একাদশী ব্রতের ব্যবস্থা রেখেছেন (উক্ত পঞ্জিকার পৃষ্ঠা ২৭ দেখুন) একেই শ্রীহরিভক্তি বিলাসকার উন্মিলনী মহাদ্বাদশী বলেছেন। ইস্‌কন এর একাদশী চার্টে এটিকে উন্মিলনী মহাদ্বাদশী না বলে মোহিনী একাদশী বলা হয়েছে (ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে পত্রিকার মার্চ ২০০৬ইং সংখ্যা দেখুন)।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা গেল শ্রীহরিভক্তি বিলাসকারের মতে অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করতে হবেই। আবার মহাদ্বাদশীর লক্ষণ পেলে শুদ্ধা একাদশীও ত্যাগ করতে হবে।

গৌড়ীয় মঠ এবং ইস্‌কন-কর্তৃক নির্ধারিত একাদশীর দিন-এর মধ্যে পার্থক্য এবং তার ব্যাখ্যা

বাংলাদেশে গৌড়ীয় মঠ কর্তৃক একাদশী ব্রতের দিন এবং পারণ সম্পর্কে যে চার্ট প্রকাশ করা হয় সেটি মূলতঃ শ্রীধাম মায়াপুরস্থ আকর মঠরাজ শ্রী চৈতন্য মঠ কর্তৃক নির্ধারিত। আবার বাংলাদেশে ইস্‌কন কর্তৃক একাদশী ব্রতের দিন এবং পারণের যে চার্ট প্রকাশ করা হয়, সেটি মূলতঃ শ্রীধাম মায়াপুর থেকেপাঠানো হয়। একই সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে কিছু একাদশীর দিন সম্পর্কে অমিল লক্ষ্য করা যায়।

[চলবে]

একদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

গৌড়ীয় মঠ ইস্‌কন-এর চার্টের মধ্যে একাদশীর দিন নির্ধারণে মিল এবং অমিল

গৌড়ীয় মঠ			ইস্‌কন		
+পাপমোচনী একাদশী	শনিবার	২৫-৩-২০০৬	+পাপমোচনী একাদশী	রবিবার	২৬-৩-২০০৬
কামদা একাদশী	রবিবার	৯-৪-২০০৬	কামদা একাদশী	রবিবার	৯-৪-২০০৬
বরুথিনী একাদশী	সোমবার	২৪-৪-২০০৬	বরুথিনী একাদশী	সোমবার	২৪-৪-২০০৬
* মোহিনী একাদশী	মঙ্গলবার	৯-৫-২০০৬	* মোহিনী একাদশী	মঙ্গলবার	৯-৫-২০০৬
অপরা একাদশী	মঙ্গলবার	২৩-৫-২০০৬	অপরা একাদশী	মঙ্গলবার	২৩-৫-২০০৬
পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী	বুধবার	৭-৬-২০০৬	পাণ্ডবা নির্জলা একাদশী	বুধবার	৭-৬-২০০৬
+যোগিনী একাদশী	বৃহঃবার	২২-৬-২০০৬	+যোগিনী একাদশী	বুধবার	২১-৬-২০০৬
শয়ন একাদশী	শুক্রবার	৭-৭-২০০৬	শয়ন একাদশী	শুক্রবার	৭-৭-২০০৬
কামিকা একাদশী	শুক্রবার	২১-৭-২০০৬	কামিকা একাদশী	শুক্রবার	২১-৭-২০০৬
+পবিত্রারোপন একাদশী	শনিবার	৫-৮-২০০৬	+পবিত্রারোপন একাদশী	রবিবার	৬-৮-২০০৬
অন্নদা একাদশী	শনিবার	১৯-৮-২০০৬	অন্নদা একাদশী	শনিবার	১৯-৮-২০০৬
ইন্দিরা একাদশী	সোমবার	১৮-৯-২০০৬	ইন্দিরা একাদশী	সোমবার	১৮-৯-২০০৬
পাশাঙ্কুশা একাদশী	মঙ্গলবার	৩-১০-২০০৬	পাশাঙ্কুশা একাদশী	মঙ্গলবার	৩-১০-২০০৬
উৎপন্না একাদশী	বৃহঃবার	১৬-১১-২০০৬	উৎপন্না একাদশী	বৃহঃবার	১৬-১১-২০০৬
মোক্ষদা একাদশী	শুক্রবার	১-১২-২০০৬	মোক্ষদা একাদশী	শুক্রবার	১-১২-২০০৬
সফলা একাদশী	শনিবার	১৬-১২-২০০৬	সফলা একাদশী	শনিবার	১৬-১২-২০০৬
পুত্রদা একাদশী	শনিবার	৩০-১২-২০০৬	পুত্রদা একাদশী	শনিবার	৩০-১২-২০০৬

*** গৌড়ীয় মঠ একে উন্মিলিনী মহাদ্বাদশী বলেছে।**
+ এক্ষেত্রে গৌড়ীয় মঠ ও ইস্‌কনের তারিখের মধ্যে পাথর্ক্য আছে।

উপরোক্ত টেবিল থেকে দেখা যায় পাপ মোচনী/পাপনাশিনী একাদশী, যোগিনী একাদশী এবং পবিত্রারোপন একাদশীর দিন নির্ধারণ সম্পর্কে গৌড়ীয় মঠ এবং ইস্‌কনের মধ্যে অমিল বা পার্থক্য আছে। **এর কারণ কি দেখা যাক।**

১. পাপমোচনী একাদশী ঃ গৌড়ীয় মঠের চার্ট অনুযায়ী ২৫/৩/২০০৬ইং তারিখে শনিবার একাদশীর দিন ধার্য্য ছিল। ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত চার্ট অনুযায়ী এই একাদশীর দিন ছিল রবিবার ২৬/৩/২০০৬ইং তারিখে।

২৪/৩/২০০৬ইং শুক্রবার দিবাগত রাত্রি ৪/১৪/৩ সে. পর্যন্ত দশমী ছিল। তারপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন রবিবার ২৫/৩/২০০৬ইং শনিবার দিবাগত রাত্রি ২/৩/৭ সে. পর্যন্ত ছিল। শনিবার প্রাতে সূর্যোদয় ৬/১১/১ সে. গতে ছিল। এই সময় থেকে ৪ দন্ড-অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া যায় শুক্রবার রাত্রি ৪/৩৫/১ সে.। একাদশী এই সময়ের পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তাই এটা দশমী বিদ্ধা ছিলনা। এই তথ্যের আলোকে সম্ভবতঃ গৌড়ীয় মঠ শনিবার ২৫/৩/২০০৬ইং তারিখে একাদশীর দিন নির্ধারণ করে। এই নির্ধারণ স্মার্ত্ত মতের সাথে মিলে যায়। - **(দ্রষ্টব্য ঃ নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ বাংলা পৃষ্ঠা ৪৪১ দেখুন)**

ইস্‌কন ২৬.০৩.২০০৬ ইং তারিখ রবিবার একাদশীর দিন নির্ধারণ করে। এর হেতু কি ? শ্রী হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী যদি একাদশী এবং দ্বাদশী শ্রবণ নক্ষত্র স্পর্শ করে তবে ঐদিন একাদশী না হয়ে দ্বাদশীর দিন একাদশী হবে। ২৫.০৩.২০০৬ ইং তারিখ শনিবার একাদশীর ৫১/৩/০৭ দন্ডব্যাপী হয়ে রাত্রি ২/৩/৭ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এর পর দ্বাদশী আরম্ভ হয়। শ্রবণ নক্ষত্র ঐদিন ৫১/৩/৩৭ দন্ডব্যাপী হয়ে রাত্রি ২/৩৬/২৮ সেকেন্ড পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই জন্য ইস্‌কন চার্টে একাদশী শনিবার নির্ধারণ না করে রবিবার নির্ধারণ করা হয়েছে যা সঠিক। গৌড়ীয় মঠ শুধু অরুণোদয় অথবা দশমী বিদ্ধার উপরে গুরুত্ব দিয়েছে। নক্ষত্রের উপর গুরুত্ব দেয়নি। এই কারণে ইস্‌কন এবং গৌড়ীয় মঠের একাদশীর তারিখ নির্ধারণ দু'রকমের হয়েছে।

(চলবে)

একাদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

২.যোগিনী একাদশীঃ ইস্‌কন-এর চার্ট অনুযায়ী ২১.০৬.২০০৬ ইং বুধবার একাদশী দিন নির্ধারিত ছিল। গৌড়ীয় মঠের চার্ট অনুযায়ী একাদশীর দিন ছিল ২২.০৬.২০০৬ ইং বৃহস্পতিবার। পুরান শাস্ত্র অনুযায়ী সূর্যোদয়ের ৪ দন্ড পূর্ব থেকেই একাদশী প্রবৃত্ত বা আরম্ভ হওয়া উচিত। আর শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থানুযায়ী সূর্যোদয়ের পূর্বে একাদশী কমপক্ষে ৩.৫ দন্ড থাকা উচিত।

এখন ২০.০৬.২০০৬ ইং মঙ্গলবার দিবাগত রাত্রি ৩/৫৫/৪সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল, তারপর একাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন ২১.০৬.২০০৬ ইং বুধবার রাত্রি ১/৫৫/৫১ সেঃ পর্যন্ত ছিল। ঐদিন প্রাতে সূর্যোদয় ৫/২৪/১৮সেঃ গতে ছিল। এ থেকে ৪দন্ড অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে মঙ্গলরাত্রি ৪/৪৮/১৮ সেঃ হয়। একাদশী মঙ্গলবার রাত্র ৩/৫৫/৪সেঃ গতে আরম্ভ হয় অর্থাৎ ৪/৪৮/১৮সেঃ এর পূর্বে আরম্ভ হয়। তাই পুরান শাস্ত্র অনুযায়ী এটি অরুনোদয় বিদ্ধা বা দমশী বিদ্ধা হয় নাই। গৌড়ীয় মঠ মনে হয় ভুল করে ২১/০৬/২০০৬ইং বুধবার একাদশীর দিন নির্ধারন না করে ২২/০৬/২০০৬ইং বৃহস্পতিবার নির্ধারণ করে।

আবার শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী ৩.৫০ দন্ডকে ভিত্তি করে একাদশীর দিন নির্ধারণ করলেও দেখা যায় ৩.৫০ দন্ড = ২৪X৩.৫০ = ৮৪ মিনিট = ১ঘন্টা ২৪ মিনিট। এখন সূর্যোদয় ৫/২৪/১৮ সেঃ থেকে ১ঘন্টা ২৪ মিনিট বাদ দিলে মঙ্গলবার রাত্রি ৪/০/১৮ সেঃ পড়িয়া যায়। একাদশী এর পূর্বেই আরম্ভ হয়েছিল। তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুসরণ করলেও ২২/০৬/২০০৬ইং বৃহস্পতিবার না হয়ে ২১/০৬/২০০৬ ইং বুধবার একাদশী হওয়ার কথা। তাই ইসকন কর্তৃক নির্ধারিত দিনই সঠিক বলে মনে হয়।

৩. পবিত্রারোপন একাদশীঃ গৌড়ীয় মঠের চার্ট অনুযায়ী ৫/৮/২০০৬ ইং শনিবার একাদশীর দিন নির্ধারিত। ইসকন এর চার্ট অনুযায়ী ৬/৮/২০০৬ইং রবিবার একদশী দিন নির্ধারণ দেখতে পাওয়া যায়। ৪/৮/২০০৬ইং শুক্রবার রাত্রি ১১/৪৩/২৮সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরে একাদশী আরম্ভ হবে। এই সময় বিবেচনা করলে একাদশীটি কোন মতেই দশমীবিদ্ধা বলা যাবে না। এমনকি এটি কপালবিদ্ধাও বলা যায় না। আগেই বলেছি খুব সম্ভবত: গৌড়ীয় মঠ দশমী বিদ্ধার উপর গুরুত্ব দেয়। কাজেই ঐ মঠের চার্ট অনুযায়ী ৫/৮/২০০৬ইং তারিখে শনিবার একাদশীর দিন নির্ধারণ করা হয়েছে।

ইস্‌কন চার্টে ৬/৮/২০০৬ ইং রবিবার একদশীর দিন- অর্থাৎ দ্বাদশীর দিন একাদশীব্রত নির্ধারণ রয়েছে। প্রশ্ন হল দশমী বিদ্ধা না হওয়া সত্ত্বেও কেন এরূপ নির্ধারণ ? আবার অষ্ট মহাদ্বাদশীর জন্য যে যে নক্ষত্র প্রবৃত্তি হওয়া প্রয়োজন তাও ৫/৮/২০০৬ ইং অথবা ৬/৮/২০০৬ ইং তারিখে নেই। এমনকি কোন বিষ্ণুশৃঙ্খল যোগও নেই (এই সম্পর্কে পরে আলোচনা করা যাবে)। কিন্তু মনে রাখতে হবে শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্রারোপন উৎসব করতে হয়। ঐদিন উপবাস থাকতে হয়। তাই শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থের (১৫/১৬৭-২৩৪) অনুসরণে ভগবানকে ৬/৮/২০০৬ ইং রবিবার পবিত্র সূত্র পরিধান করাতে হয়। মনে হয় এর আলোকে ইস্‌কন রবিবার দিনই একাদশীর ব্রত নির্ধারন করেছে।

অষ্ট মহাদ্বাদশী নির্নয়

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সূত গোস্বামী এবং শৌনক মুণির সংবাদে বলা হয়েছে-

উন্মিলনী বঞ্জুলীচ ত্রিস্পৃশা পক্ষবর্দ্ধিনী।
জয়াচ বিজয়াচৈব জয়ন্তী পাপনাশিনী ॥
দ্বাদশ্যষ্টৌ মহাপুন্যাঃ সর্ব্বপাপহরা দ্বিজ।
তিথিযোগেন জায়ন্তে চতস্রশ্চপরা স্তথা ॥
নক্ষত্র যোগাচ্চ বলাৎ পাপং প্রশময়ন্তি তাঃ ॥

অর্থাৎ হে দ্বিজ! উন্মিলনী, বঞ্জুলী, ত্রিস্পৃহা, পক্ষবর্ধিনী, জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপমোচনী- এই অষ্ট মহাদ্বাদশী মহাপূণ্য সম্পন্ন এবং নিখিল পাতকহারিণী। এই আটটির মধ্যে প্রথম চারটি তিথিযোগে এবং শেষ চারটি নক্ষত্রযোগে হয়। এই সব দ্বাদশী পাতক রাশি দূরীভূত করে।

উপরোক্ত আটটি দ্বাদশীতে উপবাস করতে হয়। এক্ষেত্রে আগের দিনে শুদ্ধা একদশী ত্যাগ করতে শাস্ত্রীয় কোন বাধা নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরান এবং স্কন্দ পুরান ইত্যাদিতে এই অষ্ট মহাদ্বাদশীর নিত্যতা এবং মাহাত্ম্য সর্ম্পকে অনেক কথা লিখিত আছে। যেমন ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরানে লিখিত আছে-

দ্বাদশ্যোহষ্টৌ সমাখ্যাতা যা পুরান বিচক্ষণৈঃ।
তাসামেকাপি চ হতা হন্তি পূণ্যঃ পুরাকৃতম্ ॥

অর্থাৎ পুরানবিদগণ যে অষ্ট মহাদ্বাদশীর কথা বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে একটি দ্বাদশীও যদি কেউ ত্যাগ করে তার পূর্বসঞ্চিত সব পূণ্য নষ্ট হয়।

পদ্মপুরানে শ্রী ভগবান বলেছেন-

ন করিষ্যন্তি যে লোকে দ্বাদশ্যোহষ্টৌ মমাজ্ঞয়া।
তেষাং যমপুরে বাসো যাবদাহুত সং প্লবম্ ॥

অর্থাৎ যে সব ব্যক্তি সংসারে এসে অষ্ট মহাদ্বাদশী ব্রত পালন না করে, আমার আদেশে তাকে প্রলয়কাল পর্যন্ত যমালয়ে বাস করতে হয়।

(চলবে)

একাদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

স্কন্দ পুরানে ঃ নারদ সংবাদে বলা হয়েছে-

উন্মীলনী পরিত্যক্তা বঞ্জুলী পক্ষবর্দ্ধিনী
নরকে বসতে তাবদযাব দিন্দ্রাশ্চ তুদ্দশ॥
ত্রিস্পৃশা বিষ্ণুদয়িতা যে ন কুর্ব্বন্তি ভূতলে।
তাবদ্ যমপুরে বাসো যাবন্নদ্যঃ সসাগরাঃ॥

অর্থাৎ উন্মীলনী, বঞ্জুলী ও পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী ত্যাগ করলে চতুর্দ্দশী ইন্দ্রপাত পর্যন্ত নরকে বাস করতে হয়। হরিপ্রিয়া ত্রিস্পৃশা দ্বাদশীব্রত না করলে যতদিন পৃথিবীতে নদী ও সাগরাদি বিদ্যমান থাকে, ততদিন যমপুরে বাস করতে হয়।

১. উন্মীলনী মহাদ্বাদশী নির্ণয়ঃ শ্রী হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে-

একাদশী তু সম্পূর্ণা বর্দ্ধতে পুনরেব সা।
দ্বাদশী নচ বর্দ্ধেত কথিতোন্মীলনীতি সা॥

অর্থাৎ একাদশী সম্পূর্ণা হয়ে পরাহে (পরদিন দ্বাদশীতে) বৃদ্ধি পেলে অথচ দ্বাদশী বৃদ্ধি না হলে তার নাম উন্মীলনী মহাদ্বাদশী, একাদশী সম্পূর্ণা হওয়ার অর্থ একাদশী দিন রাত্রি আছে বুঝায়- অর্থাৎ একাদশীর সময়সীমা ৬০ দণ্ড বুঝায়। এই ৬০ দণ্ড অতিক্রম করেও পরদিন যদি কিছু কাল থাকে তবে দ্বাদশী দিনেই ব্রত বা উপবাস করতে হবে। এ থেকে বুঝা যায় কোনদিন একাদশী ৬০ দণ্ডের অধিক অর্থাৎ ২৪ ঘন্টার বেশী থাকলে দ্বাদশী দিনেই ব্রত করতে হবে। একেই শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে উন্মীলনী মহাদ্বাদশী বলেছেন। এই মহাদ্বাদশী সম্পর্কে স্কন্দ পুরান থেকেও সমর্থন পাওয়া যায়-

সমূম্পৈকাদশী যত্র প্রভাতে পুনরেব সা।
তত্র ক্রতুশতং পুন্যং এয়োদশ্যান্তু পারনম॥

অর্থাৎ সম্পূর্ণা একাদশী যদি দ্বাদশীর দিন প্রভাতেও কিছুমাত্র থাকে তবে সেই দিন ব্রত করার দিন। এতে করে শত যজ্ঞানুষ্ঠানজনিত ফল লাভ হবে। [এই একাদশীর উদাহরণ পূর্বেই দেওয়া আছে]

২. বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী নির্ণয়ঃ স্কন্দ পুরানে লিখিত আছে-

একাদশী ভবেৎ পূর্ণা দ্বাদশী যদা।
তদা হ্যেকাদশীং ত্যক্ত্বা দ্বাদশ্যাং সমুপোষয়েৎ॥

অর্থাৎ অরুনোদয় থেকে আরম্ভ হয়ে সম্পূর্ণা একাদশী হলে এবং পরের দিন দ্বাদশী সম্পূর্ণ হয়ে একাদশী কিছু থাকলে শুদ্ধা একাদশী ত্যাগ করে দ্বাদশীর উপবাস করতে হবে।

কালিকা পুরান-এ বলা হয়েছে-

একাদশী তু সম্পূর্ণা পরতো দ্বাদশী ভাবৎ।
উপোষ্যা দ্বাদশী তত্র তিথিবৃদ্ধি ঃ প্রশস্যতে॥

অর্থাৎ একাদশী সম্পূর্ণা হলেও দ্বাদশী বৃদ্ধি হলে দ্বাদশীতেই ব্রত করবে। এই ব্রতে তিথি বৃদ্ধিই প্রশস্ত। এই ব্রতে বিশেষ বিবেচনার বিষয় হলো কেবল দ্বাদশী বৃদ্ধি হলেই হবে না। একাদশীরও সম্পূর্ণতার অপেক্ষা আছে। এজন্যই শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে।

ন-ত্বত্র দ্বাদশী বৃদ্ধি মাত্রাপেক্ষা
বঞ্জুল্যামেকাদশী সম্পূর্ণ তাপেক্ষনাৎ॥

অর্থাৎ বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীব্রতে কেবল দ্বাদশীবৃদ্ধিরই অপেক্ষা নাই, তার সাথে বা পাশাপাশি একাদশীর সম্পূর্ণতারও অপেক্ষা আছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় নীচের শর্তাধীনই বঞ্জুলী মহাদ্বাদশীব্রত হবে।

(ক) নিদিষ্ট দিনে একাদশী কমপক্ষে অহোরাত্র অর্থাৎ কমপক্ষে ৬০ দন্ডব্যাপী বা ২৪ ঘন্টা থাকতে হবে।

(খ) নিদিষ্ট দিনে দ্বাদশী ৬০ দন্ডের বেশী হতে হবে যাতে পর দিন ত্রয়োদশী কিছু কাল থাকে।

উদাহরণ ঃ স্মার্ত্ত মতানুসারে লিখিত আমাদের দেশে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলিতে বঞ্জুলী মহাদ্বাদশী সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। এর মূল কারণ হলো স্মার্ত্ত পণ্ডিত শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টচার্য্য এই বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। এজন্য একটি কাল্পনিক উদাহরণ দিলে পাঠক-পাঠিকা এরূপ মহাদ্বাদশী সম্পর্কে সম্যক ধারনা পাবেন।

তারিখ	দিন	একাদশী আরম্ভ	একাদশী শেষ	সেই সময়	একাদশীর প্রকৃতি
৩০.০৩.২০০৮	মঙ্গল বার	মঙ্গল বার প্রাতে ৬.৫০ মি:	বুধ বার প্রাতে ৬.৫০ মি: পর্যন্ত	৬০ দন্ড/ অহোরাত্র	সম্পূর্ণা

তারিখ	দিন	দ্বাদশী আরম্ভ	দ্বাদশী শেষ	মোট সময়	দ্বাদশীর প্রকৃতি
৩১.০৩.২০০৮	বুধবার	৬.৫০মি: গতে	বৃহস্পতি বার প্রাতে ৮.৩৮মি: পর্যন্ত	৬২ দন্ড	সম্পূর্ণা হয়ে বৃহস্পতি বার প্রাতে কিছু কাল আছে

টেবিলে তথ্যের আলোকে বলা যায় একাদশী ৬০ দন্ডব্যাপী অর্থাৎ সম্পূর্ণা হয়েছে।

(চলবে)

একাদশীর তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

–শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

দ্বাদশী ৬২ দন্ড ব্যাপী হওয়ায় বুধবার অহোরাত্র (দিবা-রাত্রি) থাকার পরও বৃহস্পতিবার ১-৪-২০০৮ ইং তারিখে প্রাতে কিছুকালব্যাপী আছে। তাই মঙ্গলবারের সম্পূর্ণা একাদশী ত্যাগ করে বুধবার মহাদ্বাদশীতে ব্রত করতে হবে।

৩. ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী নির্ণয় ঃ কোন তারিখে দিবা-রাত্রি বিবেচনা করলে যদি দেখা যায় ঐ দিন একাদশী, দ্বাদশী এবং ত্রয়োদশী-এই তিনটি তিথিই রয়েছে তবে এরূপ মিশ্রিত তিথিকে ত্রিস্পৃশা বলে। কুর্ম্মপুরান-এ লিখিত আছে-

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রি শেষে ত্রয়োদশী
ত্রিভির্মিশ্রা তিথিঃ প্রোক্তা সর্বপাপহরা স্মৃতা।
উপবাসঃ কৃতস্তস্যাৎ সর্ব্বপাপপ্রনাশনঃ ॥

=> অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী এরূপ মিশ্রিত তিথিকে ত্রিস্পৃশা বলে। এই তিথি সর্ব্বপাপ নাশিনী। এতে উপবাস করলে সর্বপাতক বিদুরিত হয়।

নারদীয় পুরান-এ বলা হয়েছে-

একাদশী দ্বাদশী চ রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী।
ত্রিস্পৃশা নাম সা জ্ঞেয়া ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ॥

=> অর্থাৎ যেদিন প্রাতঃকালে একাদশী, সমস্ত দিন দ্বাদশী এবং রাত্রিশেষে ত্রয়োদশী হয় সেদিন ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশীব্রত। এই ব্রতানুষ্ঠান করলে ব্রহ্মহত্যার পাপও বিনষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীপাদ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য-এর মতে ত্রিস্পৃশা হলে আগেরদিন উপবাস না করে পরদিন উপবাস করতে হয়। তবে তিনি ত্রিস্পৃশা এই নাম উল্লেখ করেন নাই। আবার এই দিনের ব্রতকে মহাদ্বাদশীব্রত না বলে একাদশী ব্রতই বলেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতের সাথে এইমাত্র প্রভেদ।

উদাহরন ঃ লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা-এর ২১২ পৃষ্ঠার ১/১১/২০০৬ইং বুধবার লক্ষ্য করুন। ঐদিন দশমী মাত্র ০/৩৯/৪৮ দন্ড এবং প্রাতঃ ৬/৩০/৪৩ সেঃ পর্যন্ত ছিল। এরপর একাদশী আরম্ভ হয়ে রাত্রি ৪/১৩/৫০ সেঃ পর্যন্ত থেকে পরে দ্বাদশী আরম্ভ হয়। একাদশী সারাদিন থাকা সত্ত্বেও এইদিন তিনটি তিথি দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীর মিলন হওয়ায় একাদশী ঐ দিন না হয়ে পরদিন বৃহস্পতিবার ২/১১/২০০৬ইং তারিখে দ্বাদশীতে হবে। একে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলা যায়। ইস্‌কন-এর চার্টে একে উত্থান একাদশী বলে আবার ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলা হয়েছে। এই দিন পরমেশ্বর ভগবান এর উত্থান দিবস বলে একে উত্থান একাদশী বলা হয়েছে। আসলে শ্রীহরিভক্তি বিলাস মতে একে ত্রিস্পৃশা মহাদ্বাদশী বলা যায়।

৪. পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী নির্ণয় ঃ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরান-এ শ্রীল ব্যাসদেবের উক্তি আছে যে-

তিথিঃ সশল্যা পরিবর্জ্জনীয়া
ধর্ম্মার্থকামৈস্তু বুধৈর্মনুষ্যৈঃ।
বিহীনশল্যাপি বিবর্জ্জনীয়া
যদ্যগ্রতো বৃদ্ধিমুপৈতি পক্ষঃ ॥

=> অর্থাৎ দশমীবেধ যুক্তা একাদশী পরিত্যাগ করা ধর্ম্মার্থে ইচ্ছুক সুধীগণের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু যদি অমাবস্যা বা পূর্ণিমা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয় তাহলে দশমী-বেধ শুন্যা একাদশীও ত্যাগ করবেন।

একই পুরাণের অন্য জায়গায় বলা হয়েছে-

দর্শশ্চ পৌর্নমাসীচ সম্পূর্ণা বদ্ধতেযদি।
দ্বিতীয়েহহ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ সা ভবেৎ পক্ষবর্দ্ধিনী ॥

=> অর্থাৎ যদি অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমা সম্পূর্ণা হয়ে প্রতিপদের দিনও কিছুকাল থাকে তাহলে তার পূর্বের দ্বাদশী পক্ষবর্দ্ধিনী দ্বাদশী বলে অভিহিত হয়।

এই বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থে (১৩/২৭০) আরোও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছেঃ অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ৬০ দন্ড-অর্থাৎ ২৪ ঘন্টাব্যাপী হয়েও যদি পরদিনে কিঞ্চিৎ নিঃসৃত হয় তবে এর আগের দ্বাদশীকে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী বলে। এরূপ ক্ষেত্রে অবিদ্ধা একাদশী ত্যাগ করেও মহাদ্বাদশীতে ব্রত করতে হবে।

(চলবে)

একাদশীর তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশী নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক হল এই মহাদ্বাদশীর আগের একাদশী দশমী দিন অর্দ্ধরাত্রি থেকে আরম্ভ হবে। স্মার্ত্ত মতে লিখিত বেশীরভাগ পঞ্জিকার ব্যবস্থাপকগণ এদিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই। তাই বাংলাদেশে প্রচলিত পঞ্জিকাগুলি থেকে পক্ষবর্দ্ধিনী মহাদ্বাদশীর কোন উদাহরণ দেয়া সম্ভব হলো না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় উন্মীলনী ব্যঞ্জুলী, ত্রিস্পৃশা এবং পক্ষবর্ধ্বিনী-এই চারটি মহাদ্বাদশী কেবলমাত্র তিথির ক্ষয়-বৃদ্ধি অনুসারে সংঘটিত হয়।

আবার দ্বাদশীর সাথে বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রযোগে আরো চারটি মহাদ্বাদশী আছে। এদেরকে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী মহাদ্বাদশী বলে। শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে-

পুষ্য-শ্রবণ-পুষ্যাদ্য রোহিনী সংযুতাস্তু তাঃ।
উপোষিতাঃ সমাফলা দ্বাদশ্যোহষ্টৌ পৃথক্ পৃথক্ ॥

=> অর্থাৎ দ্বাদশীর সাথে পুষ্যা, শ্রবনা, পুনর্ব্বাসু এবং রোহিনী নক্ষত্রের যোগ হলে যথাক্রমে জয়া, বিজয়া, জয়ন্তী এবং পাপনাশিনী এই চারটি মহাদ্বাদশী হয়। একই গ্রন্থে বলা হয়েছে যদি দ্বাদশীর সাথে পুষ্যা, শ্রবনা, পুনর্ব্বসু এবং রোহিনী নক্ষত্রের সূর্যোদয় কাল থেকে যোগ হয় এবং ঐ সব নক্ষত্র দ্বাদশী অপেক্ষা অধিক, দ্বাদশীর সমান অথবা দ্বাদশী অপেক্ষা কম সময়কাল স্থায়ী হয়, তবে ঐ দ্বাদশীতে মহাদ্বাদশীব্রত হবে। বিকল্পভাবে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে নক্ষত্র আরম্ভ হয়ে যদি দ্বাদশীর সমানকাল অথবা বেশী কাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় তাহলেও মহাদ্বাদশী ব্রত হবে।

উল্লেখ্য যে নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী নির্ধারণের ব্যাপারে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে অনেককাল আগে থেকেই মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হয়। একদল বলেন-সূর্যোদয় কাল অথবা তার পূর্ব থেকে নক্ষত্র আরম্ভ হয়ে দ্বাদশী অপেক্ষা কম, বেশী অথবা দ্বাদশীর সমানকাল পর্যন্ত থাকলে ব্রত হবে। অন্যদল বলেন-নক্ষত্র দিন মানের সমান অর্থাৎ ৬০ দন্ড। তার চেয়ে বেশী অথবা কম হলে ব্রত হবে। এই দুই মত অনেকদিন ধরেই বর্তমান আছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন মীমাংসা হয় নাই।

নক্ষত্রের সময়কাল ৬০ দন্ডের সমান, বা কম অথবা বেশী থাকলে ব্রত হবে-এই শেষোক্ত মতের একটু বিশেষ সুবিধা হল যে এই ব্যবস্থার অধীনে মহাদ্বাদশী বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই উপবাসের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আর কি। প্রথম মত আশ্রয় করলে কিছু বেশী উপবাস করতে হয়। এই অসুবিধা আছে মাত্র।

উল্লেখ্য যে পুষ্যা, পুনর্ব্বসু এবং রোহিনী নক্ষত্রযোগে মহাদ্বাদশী হলে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত দ্বাদশী থাকা চাই। সূর্যাস্তের আগে দ্বাদশী শেষ হলে ব্রত হবে না। তবে শ্রবনা নক্ষত্র যোগে ব্রত হলে সূর্যাস্তকাল পর্যন্ত দ্বাদশী না থাকলেও চলে।

উদাহরণ ঃ (১) লোকনাথ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১৩ বাংলা এর ৩০৮ পৃষ্ঠায় সোমবার ২৯/১/২০০৭ইং লক্ষ্য করুন। এই দিন দিবা ১/১৫/২১ সেঃ গতে দ্বাদশী আরম্ভ হবে এবং পরদিন মঙ্গলবার ৩০/১/২০০৭ইং তারিখের দিবা ১২/৬/০৫ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। রোহিনী নক্ষত্র ০/৩৮/৫ দন্ডব্যাপী এবং এটি সোমবার প্রাতঃ ৭/৮/৯ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। অর্থাৎ রোহিনী নক্ষত্র দ্বাদশী আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই শেষ হয়ে যাবে। দ্বাদশী তিথিটি শুক্লপক্ষে থাকলেও রোহিনী নক্ষত্র দ্বাদশীর সাথে সংযুক্ত না থাকায় এই দ্বাদশীতে মহাদ্বাদশীব্রত হবে না। এজন্য ২৯/১/২০০৭ইং সোমবারই একাদশী হবে।

উদাহরণ ঃ (২) একই পঞ্জিকার ১৬/৩/২০০৭ইং শুক্রবার লক্ষ্য করুন। দ্বাদশী আগের দিন বৃহস্পতিবার দিবা ৪/১৫/৪৭ সেঃ গতে আরম্ভ হয়ে শুক্রবার ২১/৩২/৪৫ দন্ডব্যাপী অর্থাৎ দিবা ২/৫৬/৫৪ সেঃ পর্যন্ত আছে। দ্বাদশী সূর্যোদয় থেকে আরম্ভ হয়েই দিবা ২/৫৬/৫৪ সেঃ পর্যন্ত থাকবে। শ্রবনা নক্ষত্র শুক্রবার দিন ১২/৪৮/০৮ দন্ডব্যাপী-অর্থাৎ সূর্যোদয় থেকে দিবা ১১/২৭/১৫ সেঃ ব্যাপী থাকবে। স্বভাবতই এখন কেউ বলতে পারে ১৬/৩/২০০৭ইং শুক্রবার দিন মহাদ্বাদশী ব্রত হবে। কিন্তু এটি শুক্লা দ্বাদশী নয়-অর্থাৎ শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথি নয়। ফলে একাদশী ব্রত ১৫/৩/২০০৭ইং বৃহস্পতিবারই হবে। কেবলমাত্র শুক্লাদ্বাদশী না হওয়ায় শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ থাকলেও ১৬/৩/২০০৭ইং শুক্রবার বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রত হবে না।

একাদশীর তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

–শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

উদাহরন ঃ (৩) একই পঞ্জিকার ১৪৭ পৃষ্ঠার ৫/৯/২০০৬ইং মঙ্গলবার লক্ষ্য করুন। আগের দিন ৪/৯/২০০৬ইং তারিখ সোমবার দ্বাদশী দিবা ৯/২৬/৫৯ সেঃ গতে আরম্ভ হয়ে মঙ্গলবার ৪/৫৫/৪২ দন্ড ব্যাপী আছে। অর্থাৎ সকাল ৭/৫০/২০সেঃ পর্যন্ত আছে। শ্রবনা নক্ষত্র মঙ্গলবার ৫৪/৫/৪৬ দন্ড ব্যাপী -অর্থাৎ রাত্রি ৩/৩০/০৩ সেঃ পর্যন্ত আছে। এই দ্বাদশীটি শুক্লপক্ষের। আবার শ্রবনা নক্ষত্র মঙ্গলবার দ্বাদশীর সময়কাল থেকে বেশী আছে। তাহলেতো আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ মতে ৫/৯/২০০৬ইং মঙ্গলবার বিজয়া মহাদ্বাদশীব্রত হওয়ার কথা। কিন্তু ইস্‌কন-এর চার্টে ৪/৯/২০০৬ইং সোমবার পার্শ্বৈকাদশী (যেদিন পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শয়নকালে পার্শ্ব পরিবর্তন করেন) লেখা আছে। এর কারণ কি?

কারণ হল সোমবার দিবা ৯/২৬/৫৯ সেঃ গতে দ্বাদশী আরম্ভ হয়েছে। ঐদিন শ্রবণানক্ষত্র নয়। বরং উত্তরষাঢ়া নক্ষত্র দ্বাদশীর সাথে যুক্ত হয়েছে শ্রবনা নক্ষত্র নয়। দ্বাদশী আরম্ভ হওয়ার দিনই নক্ষত্র প্রবৃত্তি/আরম্ভ হতে হবে। এই শর্তটি পূরণ হয় নাই বলেই সোমবার বিজয়া মহাদ্বাদশী ব্রত হবে না, যদিও এই দ্বাদশী শুক্ল পক্ষেরই ছিল।

উদাহরণ ঃ (৪) একই পঞ্জিকার ১৬৩ পৃষ্ঠার ১৮/৯/২০০৬ইং সোমবার লক্ষ্য করুন। এই দিন একাদশী ১০/৩৩/২৯ দন্ডব্যাপী-অর্থাৎ দিবা ১০/৯/৫০ সেঃ পর্যন্ত আছে। পরে দ্বাদশী আরম্ভ হয়ে পরদিন ১৯/৯/২০০৬ইং মঙ্গলবার দিবা ১১/১৪/৩৫ পর্যন্ত রয়েছে। সোমবারদিন পুষ্যানক্ষত্র ৩০/৫/৫৫ দন্ডব্যাপী এবং দিবা ৫/৫৮/৪৮ সেঃ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। এখন ৩০ দন্ড=১২ ঘন্টা। এই থেকে বুঝা যায় দ্বাদশী সূর্যোদয় অথবা তার পূর্ব থেকেই আরম্ভ হবে। তাই আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হয় দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত হওয়ায় সোমবার দিন জয়া মহাদ্বাদশী ব্রত হবে। কিন্তু এই দ্বাদশী শুক্লা দ্বাদশী নয় এবং কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। তাই দ্বাদশীর সাথে পুষ্যা নক্ষত্র যোগ হওয়া সত্ত্বেও একে মহাদ্বাদশী ব্রত বলা যাবে না। শুধুমাত্র একাদশী ব্রতই ১৮/৯/২০০৬ইং তারিখে হবে।

উদাহরণ ঃ (৫) একই পঞ্জিকার ৩৪৩ পৃষ্ঠার ২৮/২/২০০৭ইং বুধবার লক্ষ্য করুন। এই দিন দ্বাদশী ৪৮/৪৩/৩ দন্ডব্যাপী এবং সূর্যোদয় থেকে রাত্রি ২/৪/১৫ সেঃ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আবার একইদিন পুনর্ব্বসুনক্ষত্র ১৯/৩/৫৭ দন্ডব্যাপী হয়ে দিবা ২/১২/১৩ সেঃ পর্যন্ত স্থায়ী হবে। আবার এই দ্বাদশীটি শুক্লপক্ষের। তাই আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ২৮/২/২০০৭ইং বুধবার জয়ন্তী মহাদ্বাদশী ব্রত হবে। স্মার্ত্তমতে নক্ষত্রযোগে এরূপ মহাদ্বাদশীব্রতের কোন বিধান উল্লেখ নেই। তাই এই মতে একাদশীর দিন ২৭/২/২০০৭ইং মঙ্গলবার দিনই পঞ্জিকায় নির্ধারিত আছে।

একাদশী ব্রতের সাথে জড়িত বিভিন্ন কৃত্যাদি এবং নিয়ম

১. অশক্ত পক্ষে কর্তব্য : অশক্ত ব্যক্তিগণের জন্য একাদশী ব্রতানুষ্ঠানে কিছু ব্যবস্থা একাধিক শাস্ত্রে লিখিত রয়েছে। বায়ুপুরাণ-এ লিখিত আছে-

উপবাসে ত্বশক্তস্য আহিতাগ্নেরথাপি বা।
পুত্রান্ বা কারয়েদন্যান্ ব্রাহ্মণায় বাপিকারয়েৎ ॥
অথবা বিপ্রমুখ্যেভ্যো দানাৎ দদাৎ শক্তিতঃ।
উপবাসস্তু কুর্ব্বনিঃ পুন্যাৎ শততনং লভেৎ ॥
যমুদ্দিশ্য কৃতং সোহপি সম্পূণং ফলমশ্নুতে।
নারী বিপতিমুদ্দিশ্য একাদশ্যামুপোষিতা ॥
পুন্যং শতগুনং প্রাহুর্মুনয়ঃ সারদর্শিনঃ
উপবাসফলং তস্যাঃ পতিঃ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম ॥

=> অর্থাৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মন যদি যজ্ঞাদিতে দীক্ষিত হয়ে উপবাসে অসমর্থ হন। অথবা কেউ রোগবশত বা বার্দ্ধক্যবশতঃ একাদশী ব্রত করতে অসমর্থ হন তবে পুত্রগণকে অথবা কোন বেদবিদ ব্রাহ্মণকে প্রতিনিধিরূপে উপবাস করাইবেন। অথবা সামর্থ্য অনুযায়ী বেদবিদ ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। নিজের জন্য ব্রত করলে যে ফললাভ হয়, পিতা প্রমুখের জন্য ব্রত করলে তার অপেক্ষা শতগুণ বেশী ফল লাভ হয়ে থাকে। আবার যার উদ্দেশ্যে ব্রত বা উপবাস করা হয় তিনিও সম্পূর্ণ ব্রতের ফল লাভ করেন। কোনও স্ত্রী যদি তার স্বামীর উদ্দেশ্যে ব্রত করেন তাহলে তিনি শতগুন ফল লাভ করবেন এবং তার স্বামীও যে সম্পূর্ণ ফল লাভ করেন-একথা ঋষিগণ বলে থাকেন।

আবার মার্কন্ডেয় পুরান-এ বলা হয়েছে ঃ

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়োমুল ফলৈর্বাপি ন নিদ্ধাদশিকোভবেৎ ॥

=>অর্থাৎ প্রতিনিধির অভাবে বালক, বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তিগন একবার মাত্র দুধ এবং ফল-মূলাদি দ্বারা ব্রত পালন করবেন- তবুও একাদশী ব্রত ত্যাগ করবেন না।

বৌধায়ন-স্মৃতিঃ তে লিখিত আছে-

উপবাসে ত্ব শক্তানামশীতেরুর্দ্ধেবিনাম্।
একভক্তাদিকং কার্য্যমাহ বৌধনয়নো মুনিঃ ॥
ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিনাম্।
ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চে নক্তাদিপরিকল্পনম্ ॥

=> অর্থাৎ উপবাস করতে অসমর্থ আশি বছর অপেক্ষা বেশী বয়স্ক ব্যক্তিগণ একবার মাত্র ফল-মূলাদি ভোজন করবেন। ত্রিশ বছরের বেশী বয়স্ক ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত অথবা পিত্তপ্রবন হলে তার পক্ষে রাত্রিতে ফল-মূলাদি ভোজন রূপ অনুকল্প কর্ত্তব্য। অসমর্থপক্ষে উপরোক্ত ব্যবস্থাদি শ্রী হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থেও (১২/৭৩-৮১) অনুমোদন করা হয়েছে।

(চলবে)